BHARATI INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH & DEVELOPMENT (BIJMRD)

(Open Access Peer-Reviewed International Journal)

DOI Link : https://doi.org/10.70798/Bijmrd/03040024

Available Online: www.bijmrd.com|BIJMRD Volume: 3| Issue: 04| April 2025| e-ISSN: 2584-1890

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ অনুযায়ী শিক্ষকের ভূমিকা ও পেশাগত উন্নয়ন

স্বাগতা গঙ্গোপাধ্যায়

পূর্ব বর্ধমান, Mail Id: swagatagangopadhyay2017@gmail.com

সারসংক্ষেপ :

ভারতের জাতীয় শিক্ষানীতি 2020 (NEP 2020) শিক্ষা ব্যবস্থায় এক যুগান্তকারী পরিবর্তনের সূচনা করেছে। এই নীতির মূল লক্ষ্য হলো একটি শিক্ষার্থী-কেন্দ্রিক, ন্যায়ভিত্তিক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা কাঠামো গঠন করা। এর অন্যতম প্রধান দিক হলো শিক্ষকের ভূমিকা পুনর্নির্ধারণ ও তাঁদের পেশাগত উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দেওয়া।

মূল শব্দ: *জাতীয় শিক্ষানীতি 2020, শিক্ষক, মূল্যবোধ, জ্ঞান, দক্ষতা, চিন্তন ক্ষমতা, শিক্ষণ কৌশল।*

ভূমিকা :

শিক্ষক সমাজের মেরুদণ্ড। শিক্ষা ব্যবস্থার গুণগত মান নির্ভর করে শিক্ষকের যোগ্যতা, মনোভাব ও দক্ষতার উপর। জাতীয় শিক্ষানীতি 2020 তে, শিক্ষককে সমাজের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সদস্য হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছে। শিক্ষক পরিবর্তনের অগ্রদূত, এবং সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থা শিক্ষকের মানসিকতার ওপর নির্ভর করে।

জাতীয় শিক্ষানীতি 2020 শিক্ষকের ভূমিকা সম্পর্কে এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন করেছে— যেখানে শিক্ষক কেবল জ্ঞানদানকারী নন, বরং শিক্ষার্থীকে চিন্তা, বিশ্লেষণ ও সৃজনশীলতার পথে পরিচালিত করার দিকনির্দেশক।

শিক্ষকের ভূমিকা:

শিক্ষকরাই আমাদের শিশুদের ভবিষ্যৎ গঠন করে তাই তারাই আমাদের জাতির ভবিষ্যৎ। এই মহৎ ভূমিকার কারণেই ভারতবর্ষের শিক্ষকরা ছিলেন সর্বাধিক সম্মানপ্রাপ্ত সদস্য। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ অনুযায়ী শিক্ষকের ভূমিকা শুধু পাঠদান নয়, বরং শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীণ বিকাশের দিকনির্দেশক হিসেবে বিবেচিত।

শিক্ষার্থী-কেন্দ্রিক পদ্ধতির বাস্তবায়ন:

শিক্ষককে এমন শিক্ষণ পরিবেশ তৈরি করতে হবে যেখানে শিক্ষার্থীরা নিজস্ব অভিজ্ঞতা, অনুসন্ধান ও ভাবনার মাধ্যমে শেখার সুযোগ পায়। অর্থাৎ শুধুমাত্র মুখস্ত নয়, শেখার ওপর জোর দিতে হবে।

সামগ্রিক বিকাশে সহায়তা:

শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য শুধুমাত্র বইয়ের জ্ঞান দেওয়া নয়, বরং শিক্ষার্থীর সামগ্রিক বিকাশ — অর্থাৎ শারীরিক, মানসিক, বৌদ্ধিক, নৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিত করা। এই বিকাশে শিক্ষকই হলেন প্রধান পথপ্রদর্শক ও দিশারী। শিক্ষকের সঠিক দিকনির্দেশনা ও স্নেহশীল আচরণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর সামগ্রিক বিকাশ সম্ভব হয়, যা একটি সমৃদ্ধ ও মানবিক সমাজ গঠনে সহায়তা করে।

মূল্যবোধ ও চরিত্র গঠন:

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ অনুযায়ী, শিক্ষক হলেন এক জন মূল্যবোধের বাহক ও চরিত্র গঠনের কারিগর। তিনি শুধু জ্ঞান প্রদান করেন না, বরং শিক্ষার্থীদের অন্তরে নৈতিকতা, মানবিকতা ও সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা জাগিয়ে তোলেন। একজন আদর্শ শিক্ষকই পারে একটি নৈতিক ও সুশৃঙ্খল সমাজ গড়ে তুলতে।

শিক্ষক সততা, দায়িত্ববোধ, সহানুভূতি, ন্যায়বিচার ও সত্যনিষ্ঠার মতো নৈতিক মূল্যবোধ শিক্ষার্থীদের মাঝে ছড়িয়ে দেন। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের শেখান কীভাবে জীবনে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে হয় এবং কেমনভাবে অন্যের প্রতি শ্রদ্ধা ও সহমর্মিতা দেখাতে হয়। শিক্ষক নিজেই শিক্ষার্থীদের কাছে একটি জীবন্ত আদর্শ। তার ব্যবহার, কথাবার্তা ও মনোভাব থেকেই শিক্ষার্থীরা বাস্তব জীবনের মূল্যবোধ শিখে।

প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনের ব্যবহার:

বর্তমান যুগ হলো তথ্য ও প্রযুক্তির যুগ। শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনের ব্যবহার এখন অপরিহার্য। শিক্ষার্থীদের জ্ঞান, দক্ষতা ও চিন্তন ক্ষমতা বিকাশে শিক্ষককে প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষাদানের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হয়। শিক্ষকের হাতে প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহার শিক্ষার মান উন্নয়ন ও শিক্ষার্থীর সামগ্রিক বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। শিক্ষক স্মার্ট ক্লাস, প্রজেক্টর, ইন্টারনেট, ই-লার্নিং প্ল্যাটফর্ম ইত্যাদি ব্যবহার করে পাঠদানকে আকর্ষণীয় ও প্রাণবন্ত করে তোলেন।শিক্ষক নতুন নতুন শিক্ষণ কৌশল যেমন — গেম-বেসড লার্নিং, প্রজেক্ট-বেসড লার্নিং, ফ্লিপড ক্লাসরুম ইত্যাদি ব্যবহার করে শিক্ষার্থীদের সৃজনশীল চিন্তা উৎসাহিত করেন।

বহুভাষিক ও স্থানীয় জ্ঞানের প্রতি সম্মান:

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ অনুযায়ী শিক্ষা হতে হবে বহুভাষিক, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও স্থানীয় সংস্কৃতিনির্ভর। শিক্ষার্থীরা যেন তাদের মাতৃভাষা ও স্থানীয় সংস্কৃতির সঙ্গে সংযুক্ত থেকে জ্ঞান অর্জন করতে পারে — এই নীতির মূল লক্ষ্য সেটিই। এই প্রক্রিয়ায় শিক্ষক একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

পেশাগত উন্নয়ন—-

1. নিরবচ্ছিন্ন পেশাগত প্রশিক্ষণ (Continuous Professional Development - CPD) :

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ অনুযায়ী শিক্ষকের পেশাগত উন্নয়ন ও নিরবিচ্ছিন্ন প্রশিক্ষণ অপরিহার্য। এর মাধ্যমে শিক্ষক নতুন শিক্ষণ কৌশল, প্রযুক্তি ব্যবহার, উদ্ভাবনী পদ্ধতি ও শিক্ষার্থীবান্ধব শিক্ষাদানে দক্ষ হয়ে ওঠেন। নিয়মিত প্রশিক্ষণ শিক্ষকের জ্ঞান

ও দক্ষতা বাড়িয়ে শিক্ষার মান উন্নয়ন করে এবং শিক্ষার্থীর সামগ্রিক বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। শিক্ষকের এই ক্রমাগত উন্নয়ন শিক্ষাকে প্রাণবন্ত, প্রযুক্তিনির্ভর ও ফলপ্রসূ করে তোলে।

প্রত্যেক শিক্ষককে বছরে অন্তত ৫০ ঘণ্টা প্রশিক্ষণ নিতে হবে যাতে তারা নতুন শিক্ষণ পদ্ধতি, প্রযুক্তি ও মূল্যায়ন কৌশল সম্পর্কে আপডেট থাকতে পারেন।

2. National Mission for Mentoring (NMM) :

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ অনুযায়ী ন্যাশনাল মিশন ফর মেন্টরিং শিক্ষকদের পেশাগত উন্নয়ন ও সমর্থনের জন্য গৃহীত একটি উদ্যোগ। এর মাধ্যমে অভিজ্ঞ শিক্ষক নতুন শিক্ষকদের গাইড ও মেন্টর হিসেবে সাহায্য করেন, নিয়মিত প্রশিক্ষণ ও ওয়ার্কশপের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি হয়, এবং শিক্ষার মান উন্নয়ন হয়। মিশনটি শিক্ষকদের ক্রমাগত শেখার সুযোগ, অভিজ্ঞতা বিনিময় এবং শিক্ষার্থীর সামগ্রিক বিকাশ নিশ্চিত করে।

3. Teacher Eligibility and Recruitment Reform :

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ (NEP 2020)-তে শিক্ষক যোগ্যতা পরীক্ষা (Teacher Eligibility Test - TET) এবং নিয়োগ সংস্কার (Recruitment Reforms) বিষয়ে বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে, কারণ শিক্ষকই জাতি গঠনের ভিত্তি।

শিক্ষক নিয়োগে দক্ষতা, যোগ্যতা ও মনোবলকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে; প্রশিক্ষিত ও মানসম্পন্ন শিক্ষক তৈরি করা NEP 2020-এর মূল লক্ষ্য।

শিক্ষকদের শুধুমাত্র তাত্ত্বিক জ্ঞান নয়, শিক্ষাদান দক্ষতা (pedagogical skills) ও শিক্ষার্থীর সঙ্গে যোগাযোগ ক্ষমতা যাচাই করা হবে।

সুতরাং, TET ও নিয়োগ সংস্কারের মাধ্যমে এই নীতির উদ্দেশ্য হলো যোগ্য, উদ্ভাবনী ও দায়িত্বশীল শিক্ষকবর্গ তৈরি করা, যারা ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে প্রকৃত অর্থে গড়ে তুলবেন।

4. Teacher Performance and Accountability:

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ অনুযায়ী শিক্ষকের পারফরম্যান্স মূল্যায়ন ও একাউন্টেবিলিটি শিক্ষার মান উন্নয়ন এবং শিক্ষার্থীর সামগ্রিক বিকাশ নিশ্চিত করার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপায়। শিক্ষকদের নিয়মিত মূল্যায়ন করা হয় তাদের শিক্ষাদান দক্ষতা, ক্লাসরুম ব্যবস্থাপনা, শিক্ষার্থীর ফলাফল এবং পেশাগত উন্নয়নের অংশগ্রহণের ভিত্তিতে। একাউন্টেবিলিটি নিশ্চিত করার মাধ্যমে শিক্ষকরা দায়িত্বশীল, পেশাদার এবং ফলপ্রসূ শিক্ষাদান করতে সক্ষম হন। পাশাপাশি নিয়মিত প্রশিক্ষণ, মেন্টরিং এবং প্রযুক্তিনির্ভর মনিটরিং শিক্ষকদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করে, যা শেষ পর্যন্ত শিক্ষার মান এবং শিক্ষার্থীর সমগ্র বিকাশকে সহায়ক করে।

5. উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার সুযোগ :

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ শিক্ষকদের উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার সুযোগকে শুধু একটি সুবিধা হিসেবে নয়, বরং একটি প্রয়োজনীয় অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে।

"শিক্ষক যখন গবেষক হন, তখন শিক্ষা ব্যবস্থা প্রাণ পায়।"

এই নীতির লক্ষ্য — এমন এক শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলা, যেখানে প্রতিটি শিক্ষক হবেন চিন্তাশীল, উদ্ভাবনী ও জ্ঞাননির্মাতা।

জাতীয় শিক্ষানীতিতে শিক্ষক প্রশিক্ষণকে উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে।

শিক্ষা প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলো (DIET, SCERT, NCTE অনুমোদিত কলেজ) এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে একাডেমিক স্বীকৃতি পাবে।

শিক্ষকরা Postgraduate ও Doctoral স্তরের গবেষণা করতে পারবেন শিক্ষা ও পেডাগজি বিষয়ে।

শিক্ষকদের উচ্চশিক্ষায় ভর্তি সহজ করার জন্য অনলাইন ও দূরশিক্ষা পদ্ধতি (Open & Distance Learning) আরও শক্তিশালী করা হবে।

6. শিক্ষককে জাতি গঠনের কারিগর হিসেবে সম্মান :

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ স্পষ্টভাবে স্বীকার করেছে যে —

"একজন ভালো শিক্ষকই একটি ভালো সমাজ এবং এক শক্তিশালী জাতির নির্মাতা।"

অতএব, শিক্ষকদের জাতি গঠনের কারিগর হিসেবে সম্মান ও মর্যাদা দেওয়া কেবল নৈতিক দায়িত্ব নয়, বরং জাতির ভবিষ্যৎ উন্নয়নের অপরিহার্য শর্ত।

7. 'গুরু-শিষ্য' ঐতিহ্যের পুনর্জাগরণ :

নীতিতে প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষার 'গুরু-শিষ্য' ঐতিহ্য পুনরুজ্জীবিত করার আহ্বান জানানো হয়েছে —যেখানে শিক্ষক শুধুমাত্র জ্ঞানের বাহক নয়, বরং এক নৈতিক পথপ্রদর্শক।

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ শিক্ষককে "Nation Builder" হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে

উপসংহার :

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ শিক্ষকদের উপর এক নতুন দায়িত্ব অর্পণ করেছে — কেবল জ্ঞানদান নয়, বরং শিক্ষার্থীর চিন্তা, সৃজনশীলতা, এবং মানবিক মূল্যবোধের বিকাশ ঘটানো।

একজন দক্ষ, প্রযুক্তিসচেতন, সহানুভূতিশীল ও নৈতিক শিক্ষকই এই নীতির লক্ষ্য পূরণের প্রকৃত ভিত্তি।

তাই বলা যায় —

"শিক্ষকই জাতীয় শিক্ষানীতির প্রাণ ও ভবিষ্যৎ ভারতের স্বপ্নের নির্মাতা।"

তথ্যসূত্র (References):

1. Government of India, Ministry of Education (2020). National Education Policy 2020. New Delhi.

2. NCERT (2021). Teacher Education and Professional Development under NEP 2020.

3. UNESCO (2022). Reimagining Education: Teachers at the Heart of Transformation.

Citation: গঙ্গোপাধ্যায়. স্বা., (2025) "জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ অনুযায়ী শিক্ষকের ভূমিকা ও পেশাগত উন্নয়ন", *Bharati International Journal of Multidisciplinary Research & Development (BIJMRD)*, Vol-3, Issue-04, April-2025.